দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... OCT. 17 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

গাইবান্ধায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দু' বছর ধরে ফাইলবন্দি

গাইবান্ধা থেকে মফিজুল হক তারা ঃ গাইবান্ধায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি দু'বছর ধরে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে। এখানকার কৃষি প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তন (এটিআই) ও পশুসম্পদ প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তন (এলটিআই)-এর সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা অবহেলিত রয়েছে। কোন চেষ্টা নেই।

উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে অবহেলিত জনপদ গাইবান্ধা। এখানে ১৯৫৪ সালে স্থাপিত 'ভি-এইড' নামের প্রতিষ্ঠানটি এখন এটিআই হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। তার আগে এর নাম ছিল এনডিটিআই ও এইটিআই। শহরের প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠান। এর আয়তন প্রায় ৮৬ একর। তার নিকটেই ১২ একর জমির ওপর ১৯৭৭-৭৮ সালে স্থাপিত হয়েছে এলটিআই। উভয় প্রতিষ্ঠান মোট ৯৮ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটিআই নামক প্রতিষ্ঠানে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স এবং এলটিআই- এতে ১৯৮৪ সাল থেকে পশুসম্পদ বিভাগের মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু থাকে। কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সশেষে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে নিয়োগ লাভের সুযোগ পায়। আর পশুসম্পদের প্রশিক্ষণার্থীরাও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাঠকর্মী পদে চাকরির সুযোগ পেত। কিন্তু ১৯৯৪ সালে এই কোর্সটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে এলটিআই-এর প্রাণবন্ত পরিবেশ ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়। আর ১২ একর জমির উপর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে লাওয়ারিশ সম্পদে পরিণত হবার উপক্রম। এর অবকাঠামোগুলোর মূল্যবান সম্পদ অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খোয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দ্রব্য। যার সুষ্ঠু সংরক্ষণের তেমন কোন পদক্ষেপ কেউ নিচ্ছে না।

অপরদিকে কৃষি প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তনের বিশাল প্রশাসনিক ভবন, শ্রেণীকক্ষ, দ্বিতল আবাসিক ভবন, ছাত্রাবাস-ছাত্রী নিবাস, গবেষণাগার, খামার অফিস ইত্যাদি এক প্রাণবন্ত পরিবেশ গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই বিশাল অবকাঠামোর অধিকাংশ সম্পদ অযত্ন অবহেলার শিকার। ৮৬ একর জমির মধ্যে ৪/৫ একর জমিতে রয়েছে বিভিন্ন ভবন। বাকি জমিতে চাষাবাদ, প্রদর্শনী খামার, পুকুর প্রভৃতি রয়েছে। এসব সম্পদ বছরের অধিকাংশ সময়ই পরিত্যক্ত থাকে। তাছাড়াও এখানে খুব সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগ থাকে। গাইবান্ধাসহ উত্তরাঞ্চলের কতিপয় ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ পেয়ে আসছে। তার অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী এই শিক্ষার্জনের সুযোগ পাচ্ছে না।

গাইবান্ধাবাসীর দাবি, এটিআই এবং এলটিআই দুটি প্রতিষ্ঠাকে একত্র করে তার সম্পদসমূহকে কাজে লাগিয়ে গাইবান্ধায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যেতে পারে। এই দাবির সমর্থনে স্থানীয় সংসদ সদস্য আবদুর রশিদ সরকার জাতীয় সংসদ অধিবেশনেও আলোচনা করেন। অনেক রাজনৈতিক সভা-সমাবেশেও এ নিয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে ১৯৯৭ সালের ১০ই মে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে (যার স্মারক নং ডিসি/সাধা/৫-৫৯/১৭-৭৬৬)। ওই পত্রে উল্লেখ করা হয়, উপরোক্ত এটিআই এবং এলটিআই-এর অব্যবহৃত সম্পদকে কাজি লাগিয়ে খাদ্যশস্যের প্রাণ উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধা জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত জমি ও অবকাঠামোগুলোর পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি এ অঞ্চলের মেধাবী ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবটি গত দু' বছর ধরে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে।